দৈনিক ইত্তেফাক ৩১ মে ১৯৯৯ দৈনিক ইত্তেফাক ৭
তারিখ MAY 31 1999
পৃষ্ঠা

শিশুর স্কুল ভীতি

■ মাহমুদা কণা ■

পরিবারের ক্ষুদ্র গন্ডির শিক্ষা সমাপ্ত হলে শিশুকে এক বৃহৎ গন্ডির মধ্যে প্রবেশ করতে হয়। এই শিক্ষা শিশুর জন্য অনিবার্য এক সম্পদ। এই সম্পদকে গ্রহণ করার জন্য শিশুর যেমন আগ্রহ থাকা দরকার তেমনি শিশুর মনের সুপ্ত স্তরকে আকর্ষণীয় ও চিত্তাকর্ষকভাবে জাগ্রত করার জন্য শিক্ষকের ভূমিকা প্রায় অনস্বীকার্য।

প্রায় প্রতিটি পরিবার কমবেশী এই সমস্যায় আক্রান্ত। শিশু প্রথম স্কুলে গিয়ে আর দ্বিতীয় দিন ও মুখো হতো চায় না। আর হলেও খুবই অনিচ্ছা সত্ত্বে রাজী করানো হয়। প্রথম প্রথম কষ্ট হলেও পরে অবশ্য এই রকম আচরণ শিশুর কাছ থেকে পাওয়া যায় না। এর একমাত্র কারণ শিক্ষকের প্রাণবন্ত ও আন্তরিক ব্যবহার। শিশুর মায়ের উপর নির্ভরতা আস্তে-আস্তে কমে আসতে থাকে এই পর্যায়ে। সে তার প্রতিটি কর্মে শিক্ষককে অনুকরণ করতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। মায়ের ভালবাসাকে সে শিক্ষকের সাথে ভাগাভাগি করে নেয়। তখন স্কুলই হয়ে ওঠে শিশুর দ্বিতীয় ঘর। যে শিশু তার সহপাঠী ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রতি অনুরক্ত হয়, সে খুব সহজেই সামাজীকরণ নীতির দ্বারা প্রভাবিত হয়। আবার যেসব শিশু প্রতিনিয়ত তার আচরণ দিয়ে বুঝিয়ে দেয়, শ্রেণীকক্ষের কেউ তাকে দেখতে পারে না, কেউ তার বন্ধু নয়, শিক্ষক-শিক্ষিকার কথা সে বোঝে না, ঐসব শিশুকে খুব ধৈর্যসহকারে মোকাবেলা করতে হয়। এখানে যেমন মায়ের ভূমিকা মুখ্য, তেমনি একজন শিক্ষিকার ভূমিকাও কম নয়।

উভয়ের সমবেত প্রচেষ্টায় কেবল মাত্র অর্জিত হতে পারে একটি শিশুর মানসিক বিকাশ। প্রাথমিক অবস্থায় শিশুর মনে নতুন পরিবেশ পরিস্থিতির প্রতি বিরূপ ধারণা জন্মানো স্বাভাবিক। ধীরে-ধীরে আন্তরিক প্রচেষ্টা ও ঐকান্তিক ইচ্ছা দ্বারা শিশুর মন যখন কেন্দ্রিভূত হয়, তখন সে চমৎকারভাবে বিকশিত হয়ে উঠতে থাকে। এ প্রসঙ্গে একজনের সঙ্গে কথা হলো। তিনি জানালেন, তাঁর বড় ছেলেটি এবার অনার্সে ফার্ষ্ট ক্লাস পেয়েছে। শিশু বয়সে এই ছেলেটিকে বশে আনার জন্য তাকে প্রচুর পরিশ্রম করতে হয়েছে। স্কুলের নাম শুনলেই শিশুটি কেঁদে আকুল হতো। কিছুতেই সে স্কুলে যাবে না। যদিও স্কুলে গিয়ে তাকে স্কুলের বেঞ্চিতে বসিয়ে এসেছে, তখনি গগন বিদারী চীৎকারে আকাশ-বাতাস কম্পিত করে মুহূর্তে লন্ড-ভন্ড পরিস্থিতি তৈরী করেছে সে। শিক্ষিকাবৃন্দ রীতিমত চিন্তিত। তবে মাকে পাশে বসিয়ে রাখলে সে ক্লাসে বসবে বলে জানায়। এভাবে কিছুদিন চলার পর দেখা গেল সে শান্ত হয়ে এসেছে, অবশেষে জানালার পাশে মায়ের অবস্থান ঠিক করে দিলেন স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা। রোদে-বৃষ্টিতে মাকে জানালার ধারে দাঁড়িয়ে থাকতে হতো। শিশুটি কিছুক্ষণ পর পর একবার দেখে নিতো তার মা আছে কিনা। এভাবে এক বছর চলার পর মায়ের উপর থেকে নির্ভরতা কমে আসতে থাকে। এটা শিশুর মনে অজানা পরিবেশ ও অচেনা মানুষ সম্পর্কে ভীতি থেকে হয় বলে মনোবিজ্ঞানীরা মত প্রকাশ করেছেন। যদি অসীম ধৈর্য ও সীমাহীন সাধনা না থাকতো এই মায়ের, তাহলে শিশুটিকে বর্তমান এই অবস্থায় পৌঁছানোর কোন সম্ভাবনাই মনে হয় থাকতো না। তাই একজন মাকে হতে হয় অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ও উপস্থিত বুদ্ধিসম্পন্না।

তবে শিশুর স্কুলে যাওয়ার বয়সে পদার্পনের আগেই স্কুল সম্পর্কে মজার মজার গল্প বলে বলে শিশুর মনে দারুণ কৌতূহল জাগিয়ে তোলা সম্ভব। গল্প শুনে শুনে শিশু মনে মনে ঐরকম জায়গায় যাওয়ার বা ঐ পরিস্থিতিতে নিজেকে খাপ খাওয়ানোর চেষ্টা করবে। এখানে একজন মায়ের আচরণ বা পরিবারের যে সদস্যের প্রতি শিশু বেশী নির্ভরশীল, তাদের একটা বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। প্রাথমিক অবস্থায় যদি স্কুলের প্রতি অনীহা একবার দেখা দেয় তাহলে এই পরিস্থিতি আয়ত্বে আনার জন্য বেশ ঝামেলা পোহাতে হয়। তাই আগেই স্কুলের ব্যাগ, টিফিন বক্স, ফ্লাক্স এনে, শিশুকে দিয়ে স্কুলে যাওয়ার মহড়া দিলে শিশু দারুণ আনন্দ অনুভব করে। আবার বর্ণ পরিচয়ের সাথে সাথে শিশুকে আনন্দদানের জন্য নানা রকম ছবির বই রং পেন্সিল দিয়ে নানা বর্ণের নানা রঙের ছবি এঁকে তাদের মনের সুপ্ত কৌতূহলকে জাগ্রত করা যায়। আবার বিভিন্ন রকম খেলাধুলার মাধ্যমেও শিশুর প্রাথমিক স্কুল ভীতি দূর করা যায়।

এ ক্ষেত্রে একজন শিক্ষকের বিশেষ কর্মতৎপরতার প্রয়োজন রয়েছে। শিক্ষক যদি রূঢ় আচরণ বা বিরক্তি প্রদর্শন করেন তাহলে শিশুর মনে একটা বিরূপ ধারণা তৈরি হওয়া স্বাভাবিক। শিশু পরিবারের বাইরে আপনজনদের ছেড়ে এই প্রথম যখন বিচ্ছিন্ন দ্বীপের বাসিন্দা হয়ে নিরাপত্তাহীনতার দ্বারা আক্রান্ত হয় তখন যদি শিক্ষকের ব্যবহার আন্তরিক, প্রাণবন্ত ও উচ্ছাসময় না হয়, শিশু যদি শিক্ষককে আপনজনদের সারিতে না পায়, তাহলে শিশুকে স্কুলের পরিবেশে ধরে রাখা রীতিমত কষ্টসাধ্য ও শ্রমসাধ্য হয়ে ওঠে। এ ব্যাপারে ধমক বা মারামারিতে কোন সুফল পাওয়া যায় না। এতে ফলাফল উল্টো হতে পারে। আর যাই হোক, ভয় দেখিয়ে কোন শিশুর মন জয় করা যায় না। শিশুর মনে স্কুলে যাওয়ার প্রাথমিক ভয় বা সঙ্কোচ কাটিয়ে দিতে হলে সর্বপ্রথমে প্রয়োজন মায়ের আন্তরিকতা, একাগ্রতা ও সচেষ্ট প্রয়াস। এক্ষেত্রে একজন শিক্ষকের ভূমিকাও অধিক গুরুত্বপূর্ণ। ❑